কেরী সাহেবের মুন্সী

বিকাশরায় প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত প্রমথনাথ বিশী রচিত • বিকাশরায় প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ-এর

কেরী সাহেবের মুন্সী

সংগীত পরিচালনা—রবীন চ্যাটার্জি
চিত্রগ্রহণ পরিচালনা—অনিল গুপ্ত
সহযোগী পরিচালনা—গুরু বাগচী
চিত্র গ্রহণ—জ্যোতি লাহা
সম্পাদনা—কমল গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দেশনা—সুনীল সরকার

শব্দগ্রহণ :
অন্তর্দৃশ্যে—বাণীদত্ত
বহিদৃশ্যে—মৃণাল গুহঠাকুরতা
সংগীত ও পুনঃশব্দযোজন
সত্যেন চ্যাটার্জি
গীতিকার—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
প্রধান কর্ম্মসচীব—ভানুরায়

রূপকার :
নৃপেন চ্যাটার্জি ও নিতাই সরকার
পটশিল্পন—কবি দাসগুপ্ত
কারুশিল্প—জিতেন পাল
রেখাঙ্কন—শচীন ভট্টাচার্য্য
বিশেষ দৃশ্য প্রবর্ত্তনা :
গণেশ নায়েক (এঃ)
পরিচ্ছদ পরিকল্প—ধীরেন দত্ত
কেশসজ্জা—শেক্ পীয়ার আলী

স্থিরচিত্র—ক্যাপ্স্
প্রচার— ফণীন্দ্র পাল
বিশেষ প্রচার চিত্র : তারা দাস
প্রচার-চিত্রাঙ্কণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
কালী কর, জহর কুণ্ডু, গনেশ দাস,
অনুপ, সমর গঙ্গুলী, জয়দেব রায় ও
পুণ্যজ্যোতি,

বহির্দৃশ্য সংগঠন :
পরিচালনা—সুনীল মুখার্জী
চিত্রগ্রহণ—ননী দাস
ব্যবস্থাপনা - প্যারীচাঁদ বচাওয়ৎ,
অজিত রায় ও শৈলেন দাস
সহকারী :
প্রযোজনা—প্রশান্ত গুপ্ত
পরিচালনা—মিনু দাসগুপ্ত, চন্দন চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত পরিচালনা—শশাঙ্ক সোম
চিত্র গ্রহণ—কেষ্ট মণ্ডল ও ক্ষেত্র লঙ্কা
শব্দগ্রহণ—ঋষি ব্যানার্জি,
পাঁচু মণ্ডল, কালী মহাদেব
সম্পাদনা—প্রতুল রায় চৌধুরী
শিল্পনির্দেশনা—রবি দত্ত

রূপকার—অনাথ মুখার্জী, পরেশ দাস
সাজসজ্জা—হারুদাস, বৈজরাম শর্ম্মা
পঞ্চু দাস, শের আলি
ব্যবস্থাপনা—সুনীল রায়, অরুণ দাস
ভগীরথ চক্রবর্ত্তী, হীরেন সাহা
হরি সরকার

আলোক সম্পাত :
হরেণ গাঙ্গুলী
সুধীর সরকার অভিমন্যু দাস
দুঃখী অধিকারী সুদর্শন দাস
অবনী নস্কর সন্তোষ সরকার
ননী মণ্ডল সুনীল দাস
ক্যালকাটা মুভিটোন প্রাঃ লিমিটেড এ
আর সি এ শব্দযন্ত্রে
ও
বহির্দৃশ্যে ষ্টেনসিল ভ্রাম্যমান শব্দযন্ত্রে
গৃহীত

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ্ প্রাঃ লিঃ এ
আর বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে
পরিস্ফুটিত

স্বাগতা চক্রবর্ত্তী শুক্লা দাস
হেমাঙ্গিনী দেবী, রেবা বসু, সন্ধ্যা দেবী
রমা রায়, মিস্ এটী, মিসেস্ পার্কিনস্,
মিস্ বারবরা, মিস্ ডেলকুইন, মিস্ মায়ার

কণ্ঠ সঙ্গীত—সন্ধ্যা মুখার্জি
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্যামল মিত্র
মিণ্টু দাসগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
এসিয়াটিক সোসাইটি
তুষার কান্তি ঘোষ
অধ্যাপক প্রতুল গুপ্ত
গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সমর গুপ্ত
রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ
কিশোর কুমার শ্রীমল
মুর্শিদাবাদ এষ্টেট্
কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট্
আজিম গঞ্জ রাজবাটি ও
জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, লালবাগ এর
অধিবাসীবৃন্দ

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
বিকাশ রায়

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

'কেরী সাহেবের মুন্সী' একটি সামান্য গল্প নয়। মাত্র কয়েকটি লাইনে সে গল্পকে এখানে উপস্থিত করা চলেনা। অষ্টাদশ শতকের বাঙলার ঐতিহাসিক অধ্যায়ের পটভূমিকায় জীবন নাট্যের বহুবিচিত্র গতি এই কাহিনীর মধ্যে ধরা দিয়েছে।

মানবজীবনের দুঃখ সুখ বঞ্চনার চিরন্তন লীলারহস্যের গণ্ডীর বাইরে প্রত্যেক যুগের একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা থাকে, তার নীতিজ্ঞানে পড়ে নানা প্রশ্নের ছায়া।

এক দিক থেকে অষ্টাদশ শতক হ'ল অ্যাড্ভেঞ্চারের যুগ। তখন মারাঠা, ফরাসী ও ইংরেজ পরস্পরকে শিকার করবার চেষ্টায় ছিল। শেষে ইংরেজ হয়েছিল জয়ী। মধ্যযুগের জীবন-মানদণ্ড ছিল পাপ আর পূণ্য। গতপ্রায় মধ্যযুগের প্রতিনিধি হ'ল কেরী—যে স্রষ্টার সঙ্গে জীবনের অভিপ্রায় মিলিয়ে দিতে চায়। নব্যযুগের মানুষ রামরাম বসুর মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা। সৃষ্টির রহস্য-চক্র ভেদ করে সে স্রষ্টার স্থান অধিকার করতে চায়।

কাহিনী

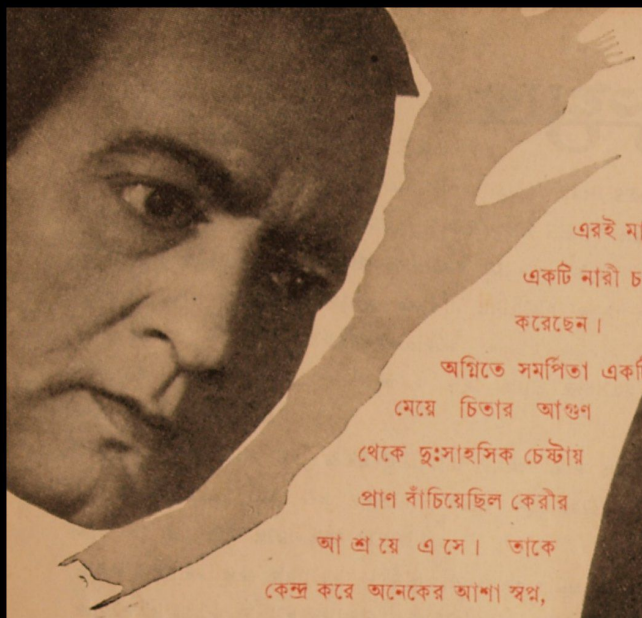

বিশুদ্ধজ্ঞান ও বিশুদ্ধ দস্যুতার মধ্যে একরকম করে সমন্বয় করেছিল অষ্টাদশ শতক। বিশুদ্ধ কাম ও বিশুদ্ধ প্রেমে হয়েছিল এক অপূর্ব্ব সেতুবন্ধ।

এরই মাঝে কাহিনীকার একটি নারী চরিত্রকে সংযুক্ত করেছেন। সহমরণের অগ্নিতে সমর্পিতা একটি মেয়ে চিতার আগুন থেকে দুঃসাহসিক চেষ্টায় প্রাণ বাঁচিয়েছিল কেরীর আশ্রয়ে এসে। তাকে কেন্দ্র করে অনেকের আশা স্বপ্ন, কামনা আর প্রেম ঘূর্ণমান হয়েছে।

অগ্নিসম্ভবা সেই মেয়েটি দুষ্প্রাপ্যতার কুয়াসায় হয়ে উঠেছিল আরও লোভনীয়,আরও রমনীয়, আরও রহস্যময়, গ্রীসের সমস্ত কাল্পনা সংহত হয়ে জ্বলে উঠেছিল একটি পাবক-শিখারূপে, সে হচ্ছে হেলেন। তেমনি অগ্নিদেব ঘিরে রেখেছিল রেশমীকে।

তাকে ঘিরে রামরাম বসুর কামনা উঠেছিল জ্বলে। লম্পট মতিরায় তার রূপকে লুণ্ঠন করে ভোগ করতে চেয়েছিল। ইংরাজ তরুণ জন স্মিথ বাঙলার সেই মিষ্টি মেয়েটির হৃদয় দুয়ারে দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল। নিজের সমাজ আত্মীয় স্বজন সব কিছু ত্যাগ করতে বসেছিল সে। চণ্ডী বক্সী চেয়েছিল তাকে বিনাশ করতে। বারবণিতা টুশকি তার অতীত জীবনের ফেলে আসা ছোট বোনটির প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল। আত্মীয়স্বজনহীন কি শোর ন্যাড়া তার অতীত আবছা স্মৃতিতে দেখা একটি হারানো দিদিকে বুঝি খুঁজে পেয়েছিল।

তাকে চেয়েছিল অনেকে, পেয়েছিল কি কেউ? অনেক মনে সে জ্বালিয়েছিল আগুন, অনেক চাওয়া-পাওয়ার বাসনা তাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। সে অগ্নি-সমর্পিতা মেয়েটির কি হ'ল পরিণতি?

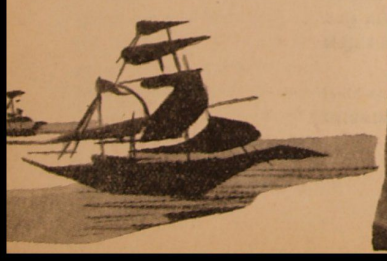

গান

১

কোলকাত্তাকা বাবুলোগ করে কাম বেহদ্
দিনমে খাতা গঙ্গাপানি রাতমে খাতা মদ্
আজব কোলকাত্তা হায়।
হাতীপর হাওদা ঔর ঘোড়াপর জিন
জলদি যাও জলদি যাও ওয়ারেন অস্তিন
গড ঈশ্বর, মাভ ঈশ্বর, কম্ মানে এসো
ব্রাদার ভাই, সিষ্টার বোন, সিট মানে বোসো
ফাদার বাপ, মাদার মা ফাদার সিষ্টার পিসী
মাদার-ইন-ল মানে শ্বশুর মাদার সিষ্টার মাসী
যখন ঘাটে এসে লাগে রে ভাই কোম্পানীর জাহাজ
দলে লোগ আসে গৌরাঙ্গ ইংরাজ
বলি শোনো হেথায় তারা কি করে তারপর
নেটিভ মেয়ে শাদী করে, করে যে ভাই ঘর।
দুদিনেই বাঙালী তারা যায় যে বনে যায়
মুখেতে বাংলা বুলি আলবোলা যে খায়
বিকোয় যে ঢাক দেনার দায়ে হায়রে কেমন ছিরি
সাহেব বাবুর করতে তবু হবেই বাবুগিরি।
আজব কোলকাতা হ্যায়।

২

ভরা গাঙে ভয় করিনা ভয় করি সই বানের জল
ও বানে বাঁধ ভেঙে যায় রূপেরি ঘাট হয় পিছল।
রূপের দেমাক নিয়ে রে তুই থাকিস কেমন দেখবো তাহ
বুক ফাটে তোর মুখ ফোটে না এমন জ্বালা আর যে নাই,
ও রূপসী, জেনে শুনে জ্বলে কেন মরিস্ বল্।
যদি ভেবেই থাকিস্ দিবিনে তুই ওমন নাগর এলে
তবে ডাগর চোখে রাখিস কেন আলেয়া ওই জ্বেলে
ভোমরা বঁধু আসবে বলে কুসুমেতে ধরে রঙ্
লজ্জাবতী লাজেই মলি, কতই না তুই জাতিস্ ঢঙ্,
সুন্দরী লো; মিছে রে তুই গরবেতে টমমল।

৩

ক হোলোরে জানো !……হায় হায় রে !
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
মীরজাফরের দাগাবাজি নবাব ধরতে পারলো মনে
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে।
গুলবাগে মোলো নবাব খোসবাগে মাটী—
চাদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহন লালের বেটী—
কি হোলো রে জানো !
পলাশী ময়দানে ওরে কোম্পানী নিশান।
এই খবরটা দিয়ো রে ভাই দেশের প্রতি ঘরে-ঘরে
সৈন্য সমেত মারা গেল সবাব দেবশর তরে।
বিদেশ বিভূঁই হোলো হায়রে দেশের মাটী—
গোবিন্দপুর কাঁদে রে ভাই কাঁদে সুতানুটী—
কি হোলোরে জানো।
কলজেটারে লুটে নিল কোম্পানী কামান।

৪

মোতিরায় হেন বাবু হোলো এবারে কাবু
হড়কে গ্যাছে ভরকে গ্যাছে
তায় চরেছে গাধা।
আমাদের সাধের মতি দাদা।
সে গাধা একে খোঁড়া তাতে আবার কাণা
বলে কি কোরবো কোরবো মোতিবাবু দেয়না
আমায় চানা বাবুর মুরোদ আছে জানা।
চানা কিনতে কড়ি লাগে পাবো আমি কোথা
দেনার দায়ে হায়রে আমার বিকিয়ে গ্যাছে মাথা
শুনিনি ভাই কাণ্ড এমন কভু বাপের কালে
আহা ধরা দিয়েও রইল না হায় মোতির ছেঁড়া জালে
পায়রা উরে গ্যাছে মোতির বাগান বাড়ী খালি
সেই ঝোঁটন বাঁধা লোটন মোতির মুখে দিল কালি
বা ভাই বলি হারি
আর কত কাল পরের ধনে করবি রে পোদ্দারি।
বাপ পিতেমোর দয়োয়ানটা ধুঁকছে যে ভাই বাতে
যদি পাহারা না দিতে পারে দোষকী বল তাতে।
পুরুষ তো নয় ওভাই মোতি তুইযে মেয়েছেলে
শাড়ী পরে দিন কাটা তুই শুধু হেসেল ঠেলে।
নিজেরে তুই এবার মোতি ভাবিস্‌রে অবলা
অন্দরেতে বউএর হাতে খা গিয়ে কানমলা।
বা ভাই বলিহারি
ও পোড়ামুখ দেখিয়ে কেন বাড়াস্ কেলেঙ্কারী।
ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ ভাবছি এবার তাই
শাড়ী পরেই আকবো আমি আন্দরেতে ভাই।

৫

ননদিনী বোলো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।
আমার কাজ কি গোকুল
কাজ কি গো কুল
আমার ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল
ওগো ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

চরিত্র চিত্রণ :

ছবি বিশ্বাস বিকাশ রায়
পাহাড়ী সান্ন্যাল নীতীশ মুখার্জি

নবাগত :

অমিত দে, তন্দ্রা বর্মন, পল্লব ব্যানার্জি

তুলসী চক্রবর্ত্তী কালীপদ চক্রবর্ত্তী
রতন ব্যানার্জি কালী ব্যানার্জি
কৃষ্ণধন মুখার্জি প্রীতি মজুমদার
রথীন ঘোষ শঙ্কর চৌধুরী
হৃষি ব্যানার্জি সমীর মজুমদার
শীতল ব্যানার্জি মিণ্টু দাশগুপ্ত
সুশীল দাস সজল ঘোষ
বিপ্লব চৌধুরী অলোক দত্ত

শিশির বটব্যাল গৌর শী
চন্দ্র কুণ্ডু প্রতাপ সিংহ
সুশীল মার্জিত রতি চৌধুরী
গোপী ধর দিলীপ মুখার্জী

মঞ্জু দে

বনানী চৌধুরী গ্লোরিয়া ডাউইনটন্
কল্পনা ব্যানার্জি চিত্রা মণ্ডল
শকুন্তলা ব্যানার্জি তাপশী রায়

ভানু রায় নৃপেন চ্যাটার্জি

মিনু দাসগুপ্ত শশাঙ্ক সোম
হেনরী রবিনসন সুখময় সেন
ভানু চ্যাটার্জি স্বপন দত্ত পেড্রো
পঞ্চু দাস পান্নালাল চক্রবর্ত্তী
সত্যেন বসু পার্শিভাল লিস্‌বে
উইলিয়াম বার্ক জন সাটন
জিওফ্রে নাসের জি. সি. পার্কিনস
আর, ব্রাচেট জন্ ডেলানুপার্দ

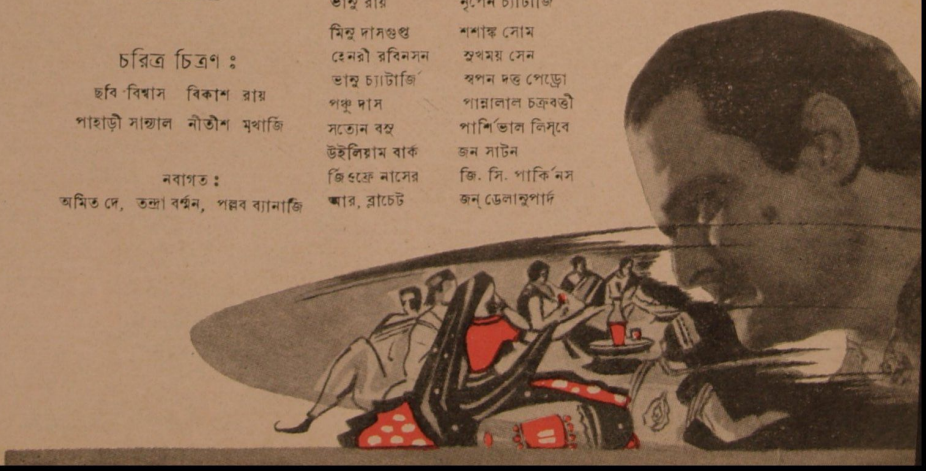

একটি অধঃপতিত মানুষের কাহিনী... কাঁচের স্বর্গ

চিত্রমুলের
প্রথম
দুঃসাহসিক
অবদান

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়

১৮/বি, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

পরিচালনা : যাত্রিক